জাতীয় পার্টির নারী কেলেঙ্কারি

গুরু এরশাদ সেই পথে মহাসচিবসহ...

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের যোগ্য শিষ্য হয়ে উঠেছেন পার্টির মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার। তিনি যেন নারী কেলেঙ্কারিতে এরশাদকে হার মানানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। গত ছয় মাসে তিনি দু'দুইবার নারী কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ায় পার্টিতে তাকে নিয়ে চলছে তোলপাড়। তবে শিষ্য রুহুল আমিন হওলাদারকে রক্ষা করার মিশনে নেমেছেন স্বয়ং এরশাদ। কর্মীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা না থাকলেও কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা তাকে রক্ষা করতে চান। পার্টির অনেক নেতা-কর্মীর অভিমত, রুহুল আমিন হাওলাদার এরশাদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে পারেন, এ কারণে এরশাদ তাঁকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তিনি এরশাদকে এমন ভয়ও দেখিয়েছেন বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি জাতীয় পার্টির কর্মকান্ডে কিছুটা বেশ গতি এসেছিল। নাজিউর রহমান মঞ্জুরের জাতীয় পার্টি থেকে কাজী ফিরোজ রশিদ এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগ দেয়ায় নেতা-কর্মীরা উৎসাহিত হয়েছিলেন। রংপুরে এরশাদের জনসভায় বিপুল লোকের উপস্থিতি জাতীয় পার্টিকে উজ্জীবিত করেছে। অথচ সার্কিট হাউসের নারী কেলেঙ্কারি পুরো জাতীয় পার্টিকে আবারও পিছিয়ে দিচ্ছে। আবারও উঠে আসছে মহাসচিবসহ চেয়ারম্যান এরশাদের অতীত ও বর্তমান নারী কেলেঙ্কারির নানা কাহিনী।

এরশাদের সাতকাহন

'৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনাপ্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। দীর্ঘ ৯ বছর শাসনামলে এরশাদ একের পর এক নারী কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছেন। মরিয়ম মেরির সঙ্গে তার প্রেমকাহিনী তখন মিডিয়ায় মুখরোচক আলোচনার জন্ম দেয়। আজিমপুরের এক কাজী তাদের বিয়েও পড়ান। সমালোচনার ঝড় ওঠায় এরশাদ মেরিকে বিপুল অর্থ দিয়ে লন্ডনে পাঠিয়ে দেন। সেই অর্থের পরিমাণ ৫ মিলিয়ন ডলার হবে বলে সূত্র জানিয়েছে। মেরি এখন থাকেন লন্ডনে। এরশাদের টাকায় তিনি এখন মিলিয়নিয়ার। কয়েক মাস আগে ঢাকায় এসেছিলেন তার বনানীর বেদখল বাড়িটি উদ্ধার করতে। আজিজ মোহাম্মদ ভাই তাকে নিয়ে এসেছিলেন বলে জানা গেছে। এ সময় মেরি এরশাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে লন্ডনে ফিরে যান।

এরশাদের জীবনে জিনাত মোশাররফও ঝড় তুলেছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন হাসপাতালে জিনাতের সন্তান মারা যায়। নিজস্ব সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী হওয়ায় তিনি জিনাতকে সান্ত্বনা দিতে ফোন করেন। পরে দু'জনের প্রায়ই ফোনালাপ হতো যা তাদেরকে কাছাকাছি আনে। পরবর্তীতে সিলেটের এক চা বাগানের বাংলোতে জিনাতের সঙ্গে এরশাদের প্রথম দেখা হয় বলে জানা যায়। সে দিন তারা একসঙ্গেই কাটান। এরপর তাদের সম্পর্ক আরো গভীর হয়ে ওঠে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে জিনাতের সম্পর্ক গড়ে ওঠার নেপথ্যে তার সেক্রেটারি স্বামীই সহযোগিতা করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিনিময়ে তিনি পেয়েছেন বিশাল আর্থিক সুযোগ। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও জিনাতের সঙ্গে এরশাদের সম্পর্ক ছিল।

জিনাত এখন ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে বিশাল একটি বাড়িতে থাকেন। একা একাই সময় কাটান। তার সঙ্গে এরশাদের এখন কোনো যোগাযোগ নেই। মূলত এরশাদের বিভিন্ন নারীর প্রতি দুর্বলতাই তাদের সম্পর্কের টানাপড়েনের কারণ। তবে জিনাত এরশাদের প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। একটি ট্যাবলয়েড দৈনিক এরশাদ ও জিনাতের

সম্প্রতি এরশাদ নাকি আবারও প্রেমে পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর। তাকে সহায়তা করছেন সম্প্রতি বিদেশ থেকে আসা পার্টির একজন কেন্দ্রীয় নেতা। অভিযোগ রয়েছে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক নেতাই তার সামনে মেয়ের ফাঁদ পাতেন

কথোপকথনের টেপ প্রকাশ করে আলোড়ন তুলেছিল।

প্রয়াত চিত্রাভিনেতা সালমান শাহের মা নীলা চৌধুরীর সঙ্গে এরশাদের সম্পর্কও আলোচনার ঝড় তুলে। তাদের মধ্যে বেশ সখ্য গড়ে উঠেছিল। জেবিন নামে এক জাদুশিল্পীও প্রেম পড়েন এরশাদের। এক পর্যায়ে ভারতীয় চিত্রাভিনেতা মুনমুন সেনের সঙ্গেও বেশ দহরম-মহরম সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় এরশাদের সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বেশ কয়েকজন পরিচিত গায়িকার সঙ্গে।

'৯৬ সালের দিকে এরশাদের জীবনে বিদিশা আসেন। বিদিশা তখন ব্রিটিশ নাগরিক পিটারের স্ত্রী। সেই ১৫ বছর বয়সে ব্রিটিশ নাগরিকের সঙ্গে বিদিশার বিয়ে হয়। দুই সন্তান উইলিয়াম ও ইজাবেলাকে নিয়ে ভালোই চলছিল তাদের জীবন। দেশে ফ্যাশন ডিজাইনের ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে বিদিশা দেশে আসেন। গুলশানে একটি বাড়ি ভাড়া নেন। তার বাড়িতে আজিজ মোহাম্মদ ভাইসহ এ সময়ের অনেক মহারথিই আসতেন। প্রতিরাতেই জমজমাট হয়ে উঠতো তার ফ্ল্যাট। সূত্র জানায়, ফরাসী `Zve\‡mi একটি পার্টিতে এরশাদের সঙ্গে বিদিশার প্রথম পরিচয় হয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন ফরাসী i\ô`ZB বিদিশাকে এরশাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। বিদিশা দাবি করেছেন, প্রথম দেখাতেই এরশাদ তাঁর প্রেমে পড়ে যান। বিদিশা সাবেক রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরিচয়ে বেশ খুশিই হয়েছিলেন। তার ফ্যাশন হাউজ 'ইসাবেলা' চালু হলে এরশাদ প্রায়ই সেখানে আসতেন। মাঝে মাঝেই চলতো ফোনালাপ। সময়-সুযোগ বুঝে বিদিশার বাসায়ও চলে আসতেন। এ সময় বিদিশা একটি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন। ফলে বিদিশার সেবা করার বিশেষ সুযোগ পেয়ে যান এরশাদ। প্রতিদিন রাজনীগন্ধার স্টিক নিয়ে বিদিশাকে দেখতে আসতেন। এ বিষয়গুলো বিদিশার বেশ ভালো লাগতো। এক পর্যায়ে বিদিশাও এরশাদের প্রেমে পড়েন। প্রেম চলাকালীন বিদিশার সঙ্গে এরশাদ তার বাসায় দেখা করেছেন। এরশাদ-বিদিশা '৯৯ সালে মৌলভী ডেকে বিয়ে করেন।

বিদিশাকে বিয়ে করার পর এরশাদ দু'বছর ভালোই কাটিয়েছেন। তবে এর মাঝেও বিভিন্ন দিকে তাকিয়েছেন। তার গাড়িচালকের বোনের সঙ্গেও এরশাদের সখ্য গড়ে ওঠে। তিনি মেয়েটিকে ডিওএইচএসের ফ্ল্যাটে এনে রাখেন। নারায়ণগঞ্জের মৌসুমী ও মুক্তাকে নিয়েও রয়েছে মুখরোচক গল্প। ধানমন্ডিতে বসবাসকারী একজন বিমানবালার সঙ্গেও এক সময় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

গুঞ্জন রয়েছে, সম্প্রতি এরশাদ নাকি প্রেমে পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর। তাকে সহায়তা করছেন সম্প্রতি বিদেশ থেকে আসা পার্টির একজন কেন্দ্রীয় নেতা। পার্টির কিছু নেতা-কর্মীর অভিযোগ, স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক নেতাই তাঁর সামনে মেয়ের ফাঁদ পাতেন। এরশাদ অবশ্য এসব অভিযোগ সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে

তবে এ ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী ফিরোজ রশিদ একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, ওই রাতে এমন কোনো ঘটনা রংপুর সার্কিট হাউজে ঘটেনি। তবে বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, রুহুল আমিন হাওলাদার ও আহমেদ শরীফ ওই রাতে সার্কিট হাউজেই ছিলেন। কাজী ফিরোজ রশিদ সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছেও সার্কিট হাউজের ঘটনা অস্বীকার করেছেন

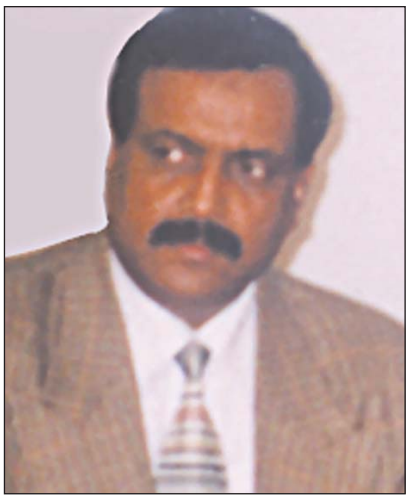

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের যোগ্য শিষ্য হয়ে উঠেছেন পার্টির মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার। তিনি যেন নারী কেলেঙ্কারিতে এরশাদকে হার মানানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। আবারও উঠে আসছে মহাসচিবসহ চেয়ারম্যান এরশাদের অতীত ও বর্তমান নারী কেলেঙ্কারির নানা কাহিনী

অস্বীকার করেছেন। তিনি এখন পার্টি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত বলে জানিয়েছেন। তিনি ২০০০কে বলেন, পার্টিকে তৃণমূলে গড়ে তোলার জন্য কাজ করছি। পার্টি আগের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায়। আগামীতে জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় যেতে চায়। এরশাদ এখন বিদিশার সঙ্গে বারিধারার দূতাবাস রোডের প্রেসিডেন্ট পার্ক অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। ছেলে এরিককে নিয়ে তাদের অবসর সময় কাটে। রওশন এ বাড়িতে প্রায়ই ফোন করেন। এরশাদ রওশনের সব খরচই বহন করেন। প্রায়ই এরশাদ রশনের বাসায় যান। তবে এখনো এরশাদের এদিক-ওদিকে দৃষ্টি নিয়ে বিদিশা ভয়ে থাকেন, মাঝে মধ্যেই বিব্রত হন। যদিও বিদিশা এ বিষয় নিয়ে ২০০০-এর সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাননি।

চেয়ারম্যানের যোগ্য মহাসচিব!

আরো গতিশীল ও আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রতিটি আসনের বিজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সম্প্রতি রংপুর সফরে যান। বিভিন্ন স্থানে জনসভা ও পথসভা করেন। রংপুরে এরশাদের সফরসঙ্গী হন পার্টির মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার ও অভিনেতা আহমেদ শরীফ। গত ৩ মে স্থানীয় গঙ্গাচড়ার দলীয় সমাবেশ শেষে এরশাদ চলে যান তার রংপুরের বাসা পল্লী নিবাসে। রুহুল আমিন হাওলাদার ও আহমেদ শরীফ রংপুর সার্কিট হাউজে চলে আসেন। সূত্র জানায়, রাতে আহমেদ শরীফ স্থানীয় কলেজপড়ুয়া এক মেয়েকে সিনেমায় অভিনয় করার সুযোগ দেবেন এমন টোপ ফেলে তার কক্ষে নিয়ে আসেন। রুহুল আমিন হাওলাদার এ সময় আহমেদ শরীফের কক্ষে আসেন এবং মেয়েটিকে তার কক্ষে পাঠাতে বলেন। শরীফ এতে আপত্তি জানান। দুই নেতার মধ্যে শুরু হয় বাগ্‌বিতন্ডা। এক পর্যায়ে রুহুল আমিন হাওলাদার ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং জোরপূর্বক মেয়েটিকে তার কক্ষে নিয়ে আসেন। এ সময় মেয়েটির চিৎকার শুনে সার্কিট হাউজের কর্মচারীরা ছুটে আসে। তারা খবর দেয় জেলা জাপার সাংগঠনিক সম্পাদক এবাদুর রহমান ও ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি শামীম আহমেদকে। পরে বিষয়টি এরশাদকে জানানো হয়। এ ঘটনা নিয়ে রংপুরের এনডিসি আব্দুস সবুর একটি তদন্ত করেন। জানা গেছে, তিনি সার্কিট হাউজের ২০-২৫ জন কর্মচারীর সাক্ষ্য নিয়েছেন। মেয়েটির সঙ্গেও কথা বলেছেন।

এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জাপা থেকে আহমেদ শরীফকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শাস্তি হয়েছে ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি শামীম আহমেদের ও স্থানীয় নেতা আবাদুর রহমানের। জাপার নেতা-কর্মীরা মনে করছেন, এ ক্ষেত্রে মহাসচিব রুহুল আমিন

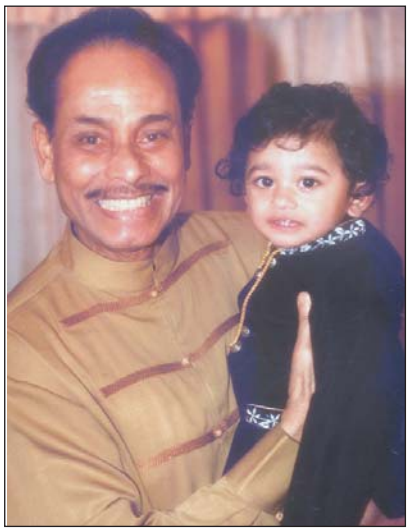

হাওলাদারকে ছাড় দেয়া হয়েছে। তাকে এরশাদ নিজেই রক্ষা করার চেষ্টা করছেন।

গত নবেম্বর মাসেও রুহুল আমিন হাওলাদার নারী কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন। ঢাকা মহানগরের নেত্রী বিলকিস আহমেদ পার্টির কর্মী আলোর ওপর নির্যাতনের জন্য রুহুল আমিন হাওলাদারের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করার সিদ্ধান্ত নেন। পরে তাকে মামলা করতে দেয়া হয়নি। বরং পরবর্তীতে বিলকিস ও আরো দু'জনকেই দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। সে সময় অবশ্য পার্টির নেতা-কর্মীদের তরফ থেকে মহাসচিবকে বহিষ্কারের দাবি ওঠে। ev¯‡e ঘটে উল্টো। মহাসচিব হিসেবে স্বপদে আবার অধিষ্ঠিত হন।

এ প্রসঙ্গে মহানগর মহিলা জাতীয় পার্টির সাবেক সভানেত্রী বিলকিস আক্তার রিনা ২০০০কে বলেন, 'কর্মীরা আমার কাছে অভিযোগ করেছিল বলেই আমি থানায় মামলা করতে গিয়েছিলাম মানবিক কারণে। মহাসচিব তা করতে দেননি। উল্টো আমাকে বহিষ্কার করেছেন।'

সংকটে জাতীয় পার্টি

রংপুর মূলত জাতীয় পার্টির মূল ভিত্তি। জাতীয় পার্টির সংসদের সব আসনই এ অঞ্চল থেকে। রংপুর সার্কিট হাউজে নারী কেলেঙ্কারির ঘটনা জাতীয় পার্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলে নেতা-কর্মীদের ধারণা। রংপুরে মহাসচিবের অনৈতিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে। সার্কিট হাউজের ঘটনা অস্বীকার করেছেন মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার। তিনি বলেন, 'ঘটনাটি ষড়যন্ত্র। পার্টিতে আমাকে ঘায়েল করার জন্যই এমন রটনা ছড়ানো হয়েছে।' তবে এ ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী ফিরোজ রশিদ একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, ওই রাতে রুহুল আমিন হাওলাদার ও আহমেদ শরীফ ওই রাতে সার্কিট হাউজে থাকলেও এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছেও সার্কিট হাউজের ঘটনা অস্বীকার করেছেন। জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য বিদিশা এরশাদ ২০০০কে বলেন, 'রুহুল আমিন হাওলাদার তো নিজেকে খুবই ভালো মানুষ বলে দাবি করেন। নিয়মিত নামাজ পড়েন। আমি তো মনে করি না তিনি এমন কাজ করতে পারেন। তবে ঘটনাটি পার্টির নেতা-কর্মীদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। এর সঙ্গে জাতীয় পার্টি ও মহাসচিবের ভাবমূর্তি জড়িত। এ কারণে পার্টির সিনিয়র নেতাদের দিয়ে বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত হলে ভালো হবে।'

'রুহুল আমিন হাওলাদার তো নিজেকে খুবই ভালো মানুষ বলে দাবি করেন। নিয়মিত নামাজ পড়েন। আমি তো মনে করি না তিনি এমন কাজ করতে পারেন। তবে ঘটনাটি পার্টির নেতা-কর্মীদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। এর সঙ্গে জাতীয় পার্টি ও মহাসচিবের ভাবমূর্তি জড়িত। এ কারণে পার্টির সিনিয়র নেতাদের দিয়ে বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত হলে ভালো হবে'

এরশাদকে বিদিশা সত্যিকার ভালো মানুষ বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, তার প্রেম-ভালোবাসা অফুরন্ত। এরশাদকে নিয়ে ভালোই সময় কাটছে।

জাতীয় পার্টি এখন সরকার ও বিরোধী দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পার্টিকে নিয়ে জোট গঠনে দু'দলই বেশ তৎপর। এ কারণে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা বেশ চাঙ্গা। অথচ চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের নারী সংক্রান্ত ঘটনা নেতা-কর্মীদের হতাশ করেছে, ক্ষুব্ধ করেছে।